'ক্যাম্পাস খুলে আমাদের বাঁচান'

পাবিপ্রবি
প্রতিনিধি

২৮ জুলাই, ২০২৪
২২:০৯

শেয়ার
অ +
অ -

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনের দোকানগুলো ক্রেতাশূন্য। ছবি : কালের কণ্ঠ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে জিহাদ স্টোরের মালিক জিয়াউল হক। দুই সন্তান আর স্ত্রী নিয়ে চার সদস্যের ছোট সংসার। চা, সিগারেট, বন পাউরুটি বিক্রি করে কোনো রকমে পরিবার চালান। কিন্তু হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ব্যবসায় ভাটা পড়েছে তার।

এখন পরিবার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে জিয়াউল হকের।

জিয়াউল হক বলেন, 'মাসে ৩ হাজার টাকা দোকান ভাড়া দিতে হয়, কিস্তি আছে, পরিবার আছে। ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এখন চোখে কিছু দেখছি না। এই ক্যাম্পাস কবে খুলবে সেটাও জানি না।

আমরা কীভাবে চলবো, সেটা উপরওয়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না।'

জিহাদ স্টোরের দুই দোকান পরেই জামেলা স্টোর। কথা বলতে গিয়ে দেখি দোকানের মালিক মোফাজ্জল মিয়া ঝিমাচ্ছেন। ডাক দিতেই হকচকিয়ে উঠতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি লাগবো মামা?'

দোকান রেখে ঝিমাচ্ছেন কেন প্রশ্ন করতেই বলে উঠলেন, 'কাস্টমার নাই, কি করমু বলেন।

,

ব্যবসার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেই উঠে আসলো এক রাশ বেদনার গল্প। মোফাজ্জল মিয়া বলেন, 'চোখে মুখে এহন আর কিছুই দেখতাছিনা মামা। মনডা চাইতাছে সব ছাইড়া পলায়া যাই। কোরবানির ছুডির পর ভার্সিটি খুললেও শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে বেশির ভাগ পোলাপানই আহে নাই। এরপরও হলের কিছু পোলাপান আর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে দোকানডা মোটামুটি চলছিল।

কিন্তু ভার্সিটা হঠাৎ করে বন্ধ কইরা দিয়া সব শেষ। এহন দিনে ১০ কাপ চাও বিক্রি হয় না। ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ। পরিবার নিয়ে বাঁচা এখন দায় হয়ে গেছে।'

এই দুই দোকানির মত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সব দোকানির একই অবস্থা। সবগুলো দোকানই প্রায় ক্রেতা শূন্য। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে খাবার হোটেল, চা-সিগারেট মিলিয়ে ১৭টি দোকান রয়েছে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে অন্তত ১০টি দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শিক্ষার্থী না থাকাতে দোকানিরা সময়ের জন্য দোকানগুলো বন্ধ করে অন্যত্র কাজ নিয়েছেন। এর মধ্যে অনেকে খেত খামারে, অনেকে দিন মজুরের কাজ নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

দোকানিরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের দোকানগুলো মূলত শিক্ষার্থী নির্ভর। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে এখানে কাস্টমার পাওয়া যায় না। তবে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকল্পের কাজ চলমান থাকাতে কিছু শ্রমিক দোকানে আসছে। এটা না হলে সবগুলো দোকানই বন্ধ হয়ে যেতো বলে তারা জানান। এ অবস্থায় সব সমস্যা সমাধান করে সরকারের কাছে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন দোকানিরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নানার হোটেলের মালিক রইচ উদ্দিন বলেন, 'কয়েকজন শ্রমিক দুই বেলা খেতে আসেন বলে দোকান খোলা রেখেছি, না হলে দোকান বন্ধ করে দিতাম। আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাবো, আমাদের

চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। দয়া করে ক্যাম্পাস খুলে দিয়ে আমাদের বাঁচান।'